গাংনীতে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে নিহত এক, আহত আট

এক সময় ছিলেন বিএনপির স্থানীয় নেতা। সরকার পরিবর্তন হলে আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে মিশে রাজনীতি করতে থাকেন ইনামুল হক। পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর পাল্টে যায় চিত্র।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ আগষ্ট) সকালে গাংনীতে বিএনপির ডাকা আনন্দ মিছিলে যান ইনামুল হক। এনিয়ে স্থানীয় বিএনপি কর্মী উজ্জ্বল হোসেন তাকে গোলআলু বলায় ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ধ্যার দিকে তার মুদি দোকান ভাঙচুর করে ইনামুল হক ও তার লোকজন। এঘটনার জের ধরে রাত সাড়ে নয়টার দিকে উভয়পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে নাহারুল ইসলাম
(৫৪) নামের একজন নিহত ও দুই ইউপি মেম্বরসহ অন্তত ৮ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (৬ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, নিহত নাহারুল ইসলামের বড় ভাই আইনাল হোসেন (৬২), আব্দাল হোসেন (৫৮), ইনামুল হক (৪০) ও তার ছেলে সিয়াম (১৭)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন, মটমুড়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি মেম্বর মহিবুল ইসলাম(৬৮), আশরাফুল ইসলাম কালু (৫৬), হামিদুল ইসলাম(৪৬) ও আমিরুল ইসলাম (৪০)।

আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

আহত ইউপি সদস্য মহিবুল ইসলাম বলেন, তুচ্ছ ঘটনায় সন্ধ্যার দিকে বিএনপির স্থানীয় নেতা উজ্জ্বল হোসেনের মুদি দোকান ভাঙচুর করেন ইনামুল হক ও তাদের লোকজন। এনিয়ে বাকবিতন্ডার এক পর্যায় রাত সাড়ে নয়টার দিকে ইনামুল হক ও তার লোকজন দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিতে থাকে। তারা এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে। এক পর্যায় আমাদের লোকজনও তাদের মহড়া প্রতিরোধ করতে দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, তুচ্ছ ঘটনায় সৃষ্ট রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষে নাহারুল ইসলাম নিহত হন। এসময় উভয় পক্ষের ৮ জন গুরুতর আহত হন।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পর পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছেন। লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে সংঘর্ষে নিহতের ঘটনার পর এলাকায় চলছে চরম উত্তেজনা।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র আয়োজনে বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত

দেশব্যাপী মানুষের উচ্ছাসের যেনো শেষ নেই। আওয়ামীলীগ সরকার পতন হওয়ায় দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের আয়জনে বিশাল এক বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা বিএনপি’র অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি বের হয়ে দামুড়হুদার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও অগণিত সাধারণ মানুষের বাঁধ ভাঙ্গা উল্লাসে বিজয় মিছিলে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসান, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম আহবায়ক সেলিম উদ্দিন, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক সেলিম উদ্দিন, যুবদল নেতা মাহফুজুর রহমান জনি, ছাত্রদলের সভাপতি আফজালুর রহমান সবুজ, সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতান, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ইকরামুল হোসেন, সদস্য সচিব

জাকির হোসেন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কবির, বিএনপি নেতা জামাল, সোনা, আলিম মেম্বার হামিদ মেম্বার, বিল্লাল হোসেন আলিফ খান, দেলোয়ার হোসেন, আশরাফুল, আজাদ, জাহাঙ্গীর, বকুল, সেলিম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন যুবদলের অন্যতম নেতা আরিফুল ইসলাম সহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা বিএনপি যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল ছাত্রদল ও এলাকার সচেতন মহল বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিএনপি ও জামায়াতের আনন্দ মিছিল দোয়া অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় বিক্ষোভ ও আনন্দ মিছিল করেছে বিএনপি ও জামাত, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা শাখার উদ্যোগে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয়ে কেন্দ্র ঘোষিত শোকরানা মিছিল ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছর পর রাজপথের এসব মিছিলে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারন মানুষের বাধঁভাঙ্গা জোয়ার ছিল চোখে পড়ার মতো।

সকল অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর ও আয়কর আইনজীবী মোঃ রুহুল আমিন, জেলা নায়েবে আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান আসাদ, দামুড়হুদা থানা আমীর মোঃ নায়েব আলী, দর্শনা থানা আমীর মাওলানা রেজাউল করিম, আলমডাঙ্গা থানা আমীর মোঃ দারুস সালাম ও আব্বাছ আলী এবং জেলা নেতৃবৃন্দ।

এসব অনুষ্ঠানে বক্তব্যকালে প্রধান অতিথি বিজয়ের এই আনন্দে অতিসয্য হয়ে কেউ যেন আইনকে হাতে তুলে নিতে না পারে সেজন্য সকলকে সজাগ হবার নির্দেশ দেন। আওয়ামীলীগের কর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আপনারা আমাদের মাওলানা নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ

মুজাহিদসহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে আইনের মারপ্যাচে শহীদ করে যে কুলাঙ্গারের পরিচয় দিয়েছেন আমরা তার প্রতিশোধ নিতে চাইনে, কিন্তু এখনোও যদি কোন রকম ঘাপটি মেরে ক্ষতি করতে চান তবে কাউকে আর ছাড় দেয়া হবেনা।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায়। আগামীতে সুযোগ আসছে, এ সুযোগের সদ্বব্যবহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে এদেশের মাটি, এদেশের মানুষ, এ দেশের সংখ্যলঘু সম্প্রদায় জামায়াতে ইসলামীর কাছে আমানত। জামায়াত এ আমানত শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও রক্ষা করবে ইনশাআল্লাহ।

জামায়াতের এসব মিছিল সকাল সাড়ে ৯টায় দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান সড়ক ঘুরে দেউলীর মোড়ে শেষ হয়। দর্শনায় বাসস্ট্যান্ড হতে সকাল সাড়ে ১১টায় শুরু হয়ে রেলবাজার আওয়ামীলীগের মুক্ত মঞ্চে সমাবেশ ও দোয়া শেষে আবার বাসস্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়। আলমডাঙ্গায় উপজেলা মুক্তমঞ্চে সমাবেশ শেষে বিশাল মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আল তায়বার মোড়ে এসে শেষ হয় এবং উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফুটবল মাঠে শোকরানা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে দর্শনা পুরাতন বাজার থেকে মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় দর্শনা থানা ও পৌর বিএনপির উদ্দ্যগে ছাত্রজনতার আনন্দরালী অনুষ্টিত হয়েছে।

এ আনন্দ র্যালিটি দর্শনা পুরাতনবাজার থেকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড গিয়ে শেষ হয়। র্যালিতে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের উৎসহপৃর্ন স্লোগান দেয়। র্যালি শেষে সম্প্রতি নিহত ছাত্র জনতার আত্নার মাগফেরাত কামনা করে দোয় ও আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়। এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেটের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন, নাহারুল মাষ্টার, মসিউর রহমান, লুৎফর রহমান, আরিফ উদ্দীন, নাসির উদ্দীন খেদু, দর্শনা থানা বিএনপির আহবায়ক জালাল উদ্দীন লিটন, জালাল উদ্দীন, ফারুক মিয়া মহন মিয়া, আরাফাত, জাহান আলী, আশরাফুল প্রমুখ ।

মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী

শ্রমিক দলের আনন্দ মিছিল

মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) সকাল ১০ টার সময় মিছিলটি বের হয় শহরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে মেহেরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়কে প্রদক্ষিন করে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের
সামনে আলোচনা সভার অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতিত্বে বক্তব্য
রাখেন আহসান হাবীব সোনা ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নাসিম
খান, মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক রমেজ উদ্দিন,
খোকন, আজম, মিজান, বিপুল, তুহিন, মাসুদ, রজব, আব্দুস সালাম, শরিফুল ইসলাম, রিপন, আসাদুল, এরশাদ, সোহেল, জাকির প্রমুখ।

খালেদা জিয়া মুক্ত

বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) বিকেলে রাষ্ট্রপতির প্রেস উইংয়ের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আরো বলা হয়েছে, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও বিভিন্ন মামলায় আটকদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়েছে এবং এরইমধ্যে অনেকে মুক্তি পেয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনী প্রধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

দুর্নীতির দুই মামলায় খালেদা জিয়াকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। দুই বছরের বেশি সময় তিনি কারাবন্দী ছিলেন। ২০২০ সালের ২৫ মার্চ সরকার নির্বাহী আদেশে তার সাজা স্থগিত করে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয়। এরপর ছয় মাস পরপর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছিল সরকার।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গতকাল প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারত যান। এরপর দেশ পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ বিষয়ে গতকাল বিকেলে বঙ্গভবনে তিন বাহিনীর প্রধানদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে এবং সম্প্রতি বিভিন্ন মামলায় আটক সব বন্দীকে মুক্তি দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় শেখ হাসিনার পদত্যাগে বিএনপির আনন্দ মিছিল

দামুড়হুদায় শেখ হাসিনা’র পদত্যাগে বিএনপির আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ৪ টার দিকে দামুড়হুদা থানার মোড় এলাকা থেকে সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ মিছিল টি বের করে দামুড়হুদার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

জানাগেছে, গতকাল দুপুরের পরে মূলত টেলিভিশনে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন, সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে দামুড়হুদা থানার মোড় এলাকায় জমা হতে থাকে। পরে থানার মোড় এলাকা থেকে বিশাল এক আনন্দ মিছিল বেড় হয়ে উপজেলার প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল টি শেষ হয়। এসময় কোথায়

কোন প্রশাসনের দেখা মেলেনি। তবে উপজেলা বঙ্গবন্ধু মোড়াল চত্বর ভাংচুর করা হয়। থানার একটি গাড়ীকে লক্ষ করে ইটপাটকেল ছুঁড়া হয়। এতে কোন পুলিশ হতাহত হয়নি। গাড়ীর সামনের কাঁচ ভেঙ্গে যাই।

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, উপজেলার সব গুলো ইউনিয়নে বিএনপি’র আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে সর্ব স্তরের হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করে। কোথাও তেমন কোন অপৃতিকর ঘটনা ঘটেনি। দামুড়হুদা দর্শনা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের রাস্তায় যে তোরণ গুলো ছিলো সেগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ কারীরা। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সড়কের পাশে আওয়ামী লীগের বেনার ফেস্টুন ছিড়ে ফেলা হয়েছে। সর্বশেষ দামুড়হুদা, কাঁঠাল তলা, ডুগডুগি, কার্পাসডাঙ্গা, নতিপোতা ও দর্শনায় বিএনপির বিশাল আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বাঁধ ভাঙ্গা উল্লাসে মানুষ কে মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা গেছে।

মেহেরপুরে বিএনপির গায়েবানা জানাজা

কোটা সংস্কার আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের জন্য গায়েবানা জানাজা করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ বুধবার(১৭ জুলাই) দুপুর ২ টার সময় মেহেরপুর শহরের কাসারি বাজারস্ত জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ শেনজিরসহ বিএনপি অংগ সংগঠনের নেতাকর্মীরা জানাযায় অংশ নেয়।

পরে জানাজা শেষে নিহত শিক্ষার্থীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে সদর উপ জেলার বটতৈল ইউনিয়নের কবুরহাট সর্দার পাড়া এলাকায় সংঘর্ষটি হয়। এ সময় দলটির নেতাকর্মীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশও বিএনপি নেতাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার সেল ছোড়ে।

পুলিশ জানায়, আজ বিকেলে অনুমতি না নিয়েই কবুরহাট এলাকায় কর্মসূচির আয়োজন করে বিএনপি নেতাকর্মীরা। সমাবেশে যোগ দিতে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা কর্মসূচিস্থলে আসতে থাকেন। দলটির নেতাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে এমন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে যায়। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্যে করে বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে সংঘর্ষ চলে। এক পর্যায়ে বিএনপি ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পালিয়ে যান।

ঘটনাস্থলে থাকা জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, কেন্দ্র থেকে বিএনপি নেতাদের একটি দল কুষ্টিয়ায় আসলে তাদের নিয়ে পুলিশের মৌখিক অনুমতিতে শহরের নবীন টাওয়ারে সমাবেশের আয়োজন করেছিলাম। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ তুলে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে পুলিশ আমাদের সমাবেশ বন্ধ করতে বলে। ছোট পরিসরে অন্য কোথাও সমাবেশ করার জন্য বলা হয়। সেই মোতাবেক কবুরহাটে অবস্থিত যুবদল নেতা মজিদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে যায়। সেখানেও পুলিশ গিয়ে নেতাকর্মীদের মারধর শুরু করে। এ সময় নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে কয়েকটা ইট নিক্ষেপ করে। এরপরেই পুলিশ নেতাকর্মীদের লক্ষ্যে করে টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এসময় ১০ থেকে ১২ জন আহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ

সোহেল রানা বলেন, এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) পলাশ কান্তি নাথ বলেন, তারা (বিএনপি) অনুমতি ছাড়াই কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। কর্মসূচিস্থলে পুলিশ দেখে বিএনপি নেতাকর্মীরা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যে ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল তা আমরা নিয়েছি।

ঝিনাইদহ জেলা যুবদলের কারামুক্ত নেতাকর্মীদের সংবর্ধনা

ঝিনাইদহ জেলা যুবদলের কারামুক্ত নেতাকর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে শহরের একটি রেস্টুরেন্টে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা যুবদল এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সেসময় কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ-সভাপতি নুরুজ্জামান লিটন, নাজমুল হুদা সাগর, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারন সম্পাদক এম কামরুজ্জামান, এম তমাল আহমেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জাহিদ হাসান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ মাসুম, রুবায়েত হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সদস্য জাহিদ হাসান, জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব রনক, সাধারন সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, অবৈধ আওয়ামী লীগ সরকারের পতন অনিবার্য। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ এখন মাত্র প্যানাল্টির অপেক্ষা। তাই নেতাকর্মীদের সরকার পতনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে অতিথিরা জেলার কারামুক্ত যুবদলের নেতাকর্মীদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জামানত হারাচ্ছেন ৬ প্রার্থী

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গাংনীর ৬ প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন।

এদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৫ জন এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১ জন প্রার্থী জামানত হারান।

তবে, চেয়ারম্যান প্রার্থী জামানত হারানোর মধ্যে তিন প্রার্থী নির্বানের কয়েকদিন আগেই নির্বাচন থেকে সরে দাড়িয়েছিলেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিচ), লাইলা আরজুমান বানু শিলা দোয়াত কলম ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল)। ভোটের মাঠে থেকে দুই প্রার্থী তাদের জামানত হারিয়েছেন। এরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত জুলফিকার আলী ভূট্টো (কৈ মাছ) ও মুকুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি)।

নিয়ম অনুযায়ী প্রদত্ত ভোটের ১৫ ভাগের নিচে ভোট পেলে সেই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।

সে অনুযায়ী গাংনী উপজেলা পরিষদের ৫ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। এই প্রার্থীরা হলেন বিএনপি থেকে বহিস্কৃত মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো (কৈ মাছ) প্রতিকে পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৫৭, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন (মোটরসাইকেল) প্রতিকে পেয়েছেন ৭০৪, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম (কাপ পিরিস) প্রতিকে পেয়েছেন মাত্র ২৮৯, উপজেলা যুব মহিলা লীগ নেত্রী লাইলা আরজুমান শিলা (দোয়াত কলম) প্রতিকে পেয়েছেন ২২৭ এবং গাংনী হর্কাস মার্কেটের সভাপতি মুকুল আহম্মেদ ওরফে মহিবুল জোয়াদ্দার (শালিক পাখি) প্রতিকে পেয়েছেন ২০১ ভোট। সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এরা সবাই তাদের জামানত হারাচ্ছেন। নির্বাচনে

ভাইস চেয়ারম্যান পদে রেজাউল হক (চশমা) তার জামানত হারাচ্ছেন। তিনি পেয়েছেন ১৬৮২ ভোট।
মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত গাংনী উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক (আনারস) প্রতীক নিয়ে ৩৩ হাজার ৭২৩ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী মাখেলেছুর রহমান মুকুল (হেলিকপ্টার) প্রতীক নিয়ে ২৮ হাজার ২৯৩ ভোট পান এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), তিনি ভোট পেয়েছেন ১৫ হাজার ৫৬০ ভোট।